২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
৪ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ, রবিবার

চা দিবসের সংকল্প
শ্রমিকবান্ধব চা শিল্প

জাতীয় চা দিবস ২০২৩

বাংলাদেশ চা বোর্ড

চা শিল্পের ইতিহাস

চা অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে সুপরিচিত। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ১৮৪০ সালে ব্যক্তি উদ্যোগে প্রথম চা চাষ শুরু হলেও এ অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে চা চাষের শুরুটা হয় ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনিছড়া চা বাগানে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে চা-এ অঞ্চলের অন্যতম শিল্প হিসেবে বিকশিত হয়। চা শিল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ১৯৫১ সালে গঠিত হয় চা বোর্ড। ১৯৫৬ সালে বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালের ৪ জুন চা বোর্ড পুনর্গঠন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর চা শিল্প নবউদ্যমে যাত্রা শুরু করে।

চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদান

দেশের চা শিল্পের সাথে বঙ্গবন্ধুর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৫৭ সাল থেকে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বাঙালি হিসেবে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন। বঙ্গবন্ধু চেয়ারম্যান থাকাকালীন ঢাকার মতিঝিলে চা বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের নির্মাণকাজ ত্বরান্বিত করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত 'টি রিসার্চ স্টেশন'-এ ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়। তিনি টি অ্যাক্ট-১৯৫০ সংশোধনের মাধ্যমে চা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) সুবিধা চালু করেন।

জাতির পিতা স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত চা শিল্প পুনর্গঠনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার যুদ্ধোত্তর মালিকানাবিহীন/পরিত্যক্ত চা বাগান পুনর্বাসনে 'বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রিজ ম্যানেজমেন্ট কমিটি (BTIMC)' গঠন করেন। তিনি যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত চা কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাগান মালিকদের নগদ ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর দূরদর্শিতায় চা শিল্প নবউদ্যমে যাত্রা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু চা শ্রমিকদের বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং ভোটাধিকার প্রদান করেন। জাতির পিতা চা শ্রমিকদের বিনামূল্যে বাসস্থান, সুপেয় পানি, প্রাথমিক শিক্ষা, চিকিৎসা ও রেশন সুবিধাসহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে বাগানমালিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। তিনি ১৯৭৩ সালে শ্রীমঙ্গলস্থ "টি রিসার্চ স্টেশন"-কে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ইনস্টিটিউটে উন্নীত করেন যা বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) হিসেবে দেশের চা গবেষণার উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় চা দিবস ঘোষণা

চা শিল্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে চা শিল্প আজ টেকসই এবং মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে চা শিল্পে তাঁর অসামান্য অবদান ও চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে চা শিল্পের ভূমিকা বিবেচনায় গত ২০ জুলাই ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ০৪ জুনকে 'জাতীয় চা দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে। এ বছর ৪ জুন ২০২৩ তারিখে তৃতীয়বারের মতো "জাতীয় চা দিবস" উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের কার্যাবলি

বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রধান কাজ চা শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি, চা'য়ের আমদানি পরিবীক্ষণ, রপ্তানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা, বিভিন্ন প্রকার চা'য়ের গুণগতমান নির্ধারণ ও উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ চা শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ চা বোর্ডের দুটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এবং প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)। বিটিআরআই বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সকল বাগানে বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি- চা শিল্পে প্রয়োগে কাজ করছে। অপরদিকে, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক চা বাগানের উন্নয়নে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, বাগান মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

টি রিসোর্ট এন্ড মিউজিয়াম

বাংলাদেশ চা বোর্ডের অধীনে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে ২০০৬ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে "টি রিসোর্ট এন্ড মিউজিয়াম" পরিচালনা করা হচ্ছে। এ রিসোর্টটি চারিদিকে চা বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত। রিসোর্টটিতে বিভিন্ন পাহাড়ি টিলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ ১৫টি পৃথক বাংলো, ক্যাফেটেরিয়া, কিড্‌স প্লেয়িং কর্নার ও লন টেনিস কোর্ট রয়েছে। এখানে আন্তর্জাতিকমানের আরেকটি রিসোর্ট ভবন তৈরি করা হয়েছে; যেখানে রয়েছে-৭টি অত্যাধুনিক আবাসিক কক্ষ, ১টি কনফারেন্স রুম, ১টি মাল্টিপারপাস হল ও আধুনিক সুইমিং রুম। 'টি মিউজিয়ামে' চা শিল্পের ইতিহাস সংক্রান্ত অনেক জিনিসপত্র রয়েছে। মিউজিয়ামে দেশের চা-শিল্পের প্রায় পৌনে দু'শ বছরের ইতিহাস ফুটে উঠেছে নানা সংগ্রহ স্মারকে। চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত চেয়ার-টেবিল রয়েছে এই মিউজিয়ামে। এছাড়া ব্রিটিশ আমলে শ্রমিকদের ব্যবহৃত বিভিন্ন হাতিয়ার, মুদ্রা, কাঠের ফসিল, ঘটি, প্রাচীন বেতার যন্ত্র, দেয়ালঘড়ি, চা-বাগানে চারা লাগানোর কাজে ব্যবহৃত বিশেষ যন্ত্র ইত্যাদি মিউজিয়ামকে সমৃদ্ধ করেছে। চা শিল্পের ঐতিহ্য ও ইতিহাস বহনকারী এসব দুর্লভ উপকরণ পর্যটকদের বিশেষভাবে কৌতূহলী করে তোলে।

লালমনিরহাটে ক্ষুদ্র চাষিদের মাঝে প্রণোদনাসামগ্রী বিতরণ করছেন চা বোর্ড চেয়ারম্যান

চা শিল্পের উন্নয়নে সরকারের নানামুখী উদ্যোগ

বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে চা দেশের অন্যতম টেকসই শিল্প খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে দেশে ১৬৮টি বৃহৎ চা বাগান এবং ৮ হাজারের বেশি ক্ষুদ্রায়তন চা বাগানে চা চাষ হচ্ছে। ২০২১ সালে দেশে রেকর্ড পরিমাণ ৯৬.৫১ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছিল। ২০২২ সালে দেশে ৯৩.৮৩ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। এ পর্যন্ত চায়ের ২৩টি ক্লোন উদ্ভাবন করা হয়েছে। গত দুই দশকে সমতলে চা আবাদেও বৈপ্লবিক উন্নয়ন ঘটেছে। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর তৎকালীন ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চগড় সফরে গিয়ে সমতল ভূমিতে চা চাষের সম্ভাবনার কথা বলেন। তিনি সীমান্তবর্তী ভারত অংশে বিস্তীর্ণ চা বাগান দেখে বাংলাদেশ অংশেও চা আবাদের সম্ভাবনা দেখতে পান এবং পঞ্চগড়ের তৎকালীন জেলা প্রশাসক-কে পঞ্চগড়ে চা চাষের উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেন। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক জনাব রবিউল ইসলাম ভারত থেকে চা চারা সংগ্রহ করে প্রথমে তাঁর বাসভবনের একটি টবে এবং পরে জমিতে চা চাষ করে সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু করেন। পরীক্ষামূলক চাষের সফলতা থেকে পঞ্চগড়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা উৎপাদন শুরু হয়।

চা শিল্পের উন্নয়নে সাম্প্রতিক সময়ে চা বোর্ড কর্তৃক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের চা বাগানগুলোতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলার বাঁশখালী উপজেলায় বিটিআরআই উপকেন্দ্রে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল ক্লোন জাত বিটি-২৪ মাঠ পর্যায়ে অবমুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। "Post Harvest Technology" গবেষণায় বিভিন্ন ধরণের চা প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল নিয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। বিশ্বখ্যাত চা বিপণন প্রতিষ্ঠান "লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ" এর মাধ্যমে বিটিআরআই উৎপাদিত "প্রিমিয়াম অর্থোডক্স চা" রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চা শিল্পে স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে চা চোরাচালান রোধ ও সঠিক তথ্য প্রাপ্তিতে 'টি-সফট' নামে একটি সফওয়্যার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। "সমতলের চা শিল্প" নামে নতুন একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এছাড়া চা বাগান ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল প্রযুক্তির (যেমন-ডিজিটাল হাজিরা, অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম, মেশিন প্লাকিং ইত্যাদি) ব্যবহার বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অনলাইন চা লাইসেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে (tealicense.gov.bd) জনগণের দোরগোড়ায় চা লাইসেন্স সেবা পৌছে দেয়া হচ্ছে। চা সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ও সেবা "দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি" মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। চা নিলামকে আধুনিকায়ন ও গতিশীল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইন চা নিলাম কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। "ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুল"-এর মাধ্যমে

মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র চা চাষিদের চা চাষ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। "জাতীয় চা পুরস্কার নীতিমালা, ২০২২" গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। দেশের চা শিল্পের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং এর অংশীজন হিসেবে চা বাগান মালিক, ক্ষুদ্রায়তন চা বাগান মালিক, চা উৎপাদনকারী, চা প্যাকেজিং ও বিপণন কোম্পানি, চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের স্ব স্ব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। চা শিল্পের অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে চা শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবছর দেশে প্রথমবারের মতো "জাতীয় চা পুরস্কার" প্রদান করা হচ্ছে। চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশের চা বিশ্বের প্রায় ২৩টি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। চা রপ্তানির নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাস ও কমার্শিয়াল কাউন্সিলররা কাজ করছে। চা রপ্তানি উৎসাহিত করতে ৪% হারে নগদ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশি চায়ের পরিচিতি বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

পঞ্চগড়ে দেশের তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্র চালু হতে যাচ্ছে। শুরু থেকেই এ নিলাম কেন্দ্রটির যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালিত হবে। এর মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের চা সংশ্লিষ্টদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে যাচ্ছে। পঞ্চগড় চা নিলাম কেন্দ্র উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে উৎপাদিত চায়ের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শ্রমকল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম

চা শিল্পের সাথে চা-শ্রমিকদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। চা শ্রমিকদের জীবনযাপন প্রকৃতি, ধর্ম, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের চেয়ে ভিন্ন। তাই চা শ্রমিকদের সমস্যাগুলোও ভিন্ন। দেশের চা বাগানগুলোতে প্রায় ১ লক্ষ ৪২ হাজার শ্রমিক কাজ করছে। চা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিশাল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ, আর্থসামাজিক ও জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বাগানমালিকদের নানা ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান সরকার শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের স্বার্থে চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করে ১৭০ টাকা নির্ধারণ করেছে। মজুরি বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এছাড়া চলতি বছর চা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি বাবদ থোক হিসেবে জন প্রতি এগারো হাজার টাকা পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। চা শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। চা শ্রমিক পোষ্যদের শিক্ষার মানোন্নয়নে চা শ্রমিক শিক্ষা ট্রাস্ট থেকে বৃত্তি প্রদান, কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান প্রদান এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ভাতা এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষা ট্রাস্ট থেকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি ও খেলাধুলা সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে প্রতিবছর শ্রমিকদের চিকিৎসা সহায়তা, কন্যা বিবাহ ও বিশেষ কল্যাণ অনুদান এবং তাদের পোষ্যদের শিক্ষা অনুদান বিতরণ করা হচ্ছে।

উন্নয়নের পথনকশা : বাংলাদেশ চা শিল্প

চায়ের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদন বৃদ্ধি, চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার উন্নয়নের পথনকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প প্রণয়ন করেছে। এ পথনকশা গত ০৬ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি. তারিখে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এতে স্বল্প মেয়াদি (২০১৬-২০২০) মধ্য মেয়াদি (২০১৬-২০২৫) এবং দীর্ঘ মেয়াদি (২০১৬-২০৩০) মোট ১১টি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাতীয় চা পুরস্কার ২০২৩

দেশের চা শিল্পের ইতিহাস প্রায় ১৮০ বছরের পুরানো। বাংলাদেশ চা বোর্ড চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চা শিল্পে জাতির পিতার অবদানকে অবিস্মরণীয় করে রাখার অভিপ্রায়ে সরকার ৪ জুন-কে জাতীয় চা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। দেশের চা শিল্পের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং অংশীজন হিসেবে চা বাগান মালিক, ক্ষুদ্রায়তন চা বাগান মালিক, চা উৎপাদনকারী, চা প্যাকেজিং ও বিপণন কোম্পানি, চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংগঠন তাঁদের স্ব স্ব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। চা শিল্পের এ অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান ও অনুপ্রাণিত করার অভিপ্রায়ে চা শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক জাতীয় চা দিবস উদ্‌যাপনকালে চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে "জাতীয় চা পুরস্কার" প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। চা বাগানগুলোর চা উৎপাদন, গুণগতমান ও রপ্তানি বৃদ্ধি, ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ, চা শ্রমিকদের কল্যাণ ও কর্মে উৎসাহ প্রদান, বৈচিত্র্যময় চা পণ্য বাজারজাতকরণে উৎসাহ প্রদান এবং চা মোড়কের মান উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে মোট ৮টি ক্যাটাগরিতে এ বছর প্রথম বারের মতো "জাতীয় চা পুরস্কার ২০২৩" প্রদান করা হচ্ছে।

২০২২ সালে
উত্তরাঞ্চলে
চা উৎপাদনের রেকর্ড

দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা-পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, নীলফামারী, দিনাজপুর ও রংপুর-এ ১২ হাজার একরের বেশি জমিতে চা চাষ হচ্ছে। প্রতিবছরই এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উৎপাদনের অতীত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র দেশের উত্তরাঞ্চলে ২০২২ সালে রেকর্ড পরিমাণ ১৭.৭৮ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। জাতীয় চা উৎপাদনে উত্তরাঞ্চলের অবদান বর্তমানে প্রায় ১৯ শতাংশ। চা সম্প্রসারণের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে এ অঞ্চল থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ৩০ মিলিয়ন কেজি চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলে চা সম্প্রসারণের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক ২০০১ সালে পঞ্চগড়ে বিটিআরআই উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উপকেন্দ্র থেকে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার ক্ষুদ্র চাষিদের চা আবাদের সকল ধরণের প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ক্ষুদ্র চা চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড-লালমনিরহাট এবং বান্দরবানে পৃথক ২টি চা সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। লালমনিরহাটে "Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat" প্রকল্পের আওতায় চাষিদের বিনামূল্যে চা চারা, ছায়া গাছ, সেচ যন্ত্র, স্প্রেয়িং মেশিন, প্রুনিং মেশিন, কীটনাশক ইত্যাদি বিতরণ করা হচ্ছে। জেলায় চা বোর্ড ক্যাম্প অফিস নির্মাণের জন্য ১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং অফিস ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। চা চাষের মাধ্যমে শুধুমাত্র পঞ্চগড় জেলায় প্রায় ৩০ হাজার নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে; যা এ উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chattogram Hill Tracts" শীর্ষক অপর একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জেলার রুমা উপজেলায় চা বোর্ড ক্যাম্প অফিস স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বান্দরবানে চা চাষিদের সহায়তার জন্য ২০১৯ সালে একটি চা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাও নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া চাষিদের বিনামূল্যে চা চারা বিতরণ, নগদ ভর্তুকি প্রদান, প্রুনিং নাইফ ও স্প্রেয়িং মেশিন বিতরণ অব্যাহত রয়েছে এবং চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের সুবিধার্থে একটি লিফ কালেকশন সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় ক্ষুদ্র চা চাষ সম্প্রসারণে চাষিদের প্রযুক্তি সহায়তা, প্রশিক্ষণ, প্রণোদনাসামগ্রী বিতরণসহ সর্বাত্নক সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

ঐতিহ্যের স্বাদে
বাংলাদেশ টি

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের
তৈরিকৃত নিজস্ব বাগানের সেরা পাতার
বাংলাদেশ টি
গুণে মানে অনন্য

ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের চা রপ্তানির সম্ভাবনা বিষয়ে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে 'লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ'-এর প্রতিনিধি দলের মতবিনিময়।

চা শিল্পের সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ

- ২০২২ সালে ৯৩.৮৩ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে।
- শুধু দেশের উত্তরাঞ্চলে ২০২২ সালে রেকর্ড পরিমাণ ১৭.৭৮ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। জাতীয় চা উৎপাদনে উত্তরাঞ্চলের অবদান ১৮.৯৫% এবং অঞ্চলভিত্তিক চা উৎপাদনে দ্বিতীয়।
- ২০২১ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণ ৯৬.৫১ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে।
- চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করে ১৭০ টাকায় উন্নিতকরণ।
- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) কর্তৃক উন্নতজাতের ক্লোন বিটি-২২ ও বিটি-২৩ অবমুক্ত করা হয়েছে।
- চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় বিটিআরআই উপকেন্দ্রে মাঠ পর্যায়ের চা গবেষণা কার্যক্রম শুরু।
- দেশীয় চা প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ মতিঝিলে চা বোর্ড লিয়াজোঁ অফিসে 'চা প্রদর্শন' ও 'বিক্রয় কেন্দ্র'-র পঞ্চম আউটলেট চালু।
- 'বাংলাদেশ টি' নামে উন্নত মানের চা ব্র্যান্ড উদ্ভাবন এবং নান্দনিক ও আকর্ষণীয় মোড়কে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
- 'বান্দরবান টি' নামে উন্নত মানের চা ব্র্যান্ড উদ্ভাবন এবং নান্দনিক ও আকর্ষণীয় মোড়কে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
- উত্তরাঞ্চলে এ পর্যন্ত ৫২টি বটলিফ চা কারখানা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ২৫টি কারখানা চলমান রয়েছে।
- উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলায় চা বাগান ও ক্ষুদ্রায়তন চা বাগানে মোট ১২,০৭৯.০৬ একর জমিতে চা চাষ।
- চলতি বছর চালু হতে যাওয়া পঞ্চগড়ে দেশের তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্র সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ৩টি ব্রোকার হাউজ এবং ২টি ওয়ারহাউজকে লাইসেন্স প্রদান।
- প্রথমবারের মত পিডিইউ এর তত্ত্বাবধানে 'টি টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল' কোর্স চালু করা হয়েছে।
- লালমনিরহাট প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলায় অধিগ্রহণকৃত ১ একর জমিতে বাংলাদেশ চা বোর্ড ক্যাম্প অফিস নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় চা বোর্ড ক্যাম্প অফিস নিমার্ণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- চা রপ্তানির উৎসাহিতকরণে ৪% হারে নগদ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে।
- জাতীয় চা পুরস্কার নীতিমালা ২০২২ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।
- মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর তফসিলে চা আইন, ২০১৬ অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
- খরা সহনশীল চায়ের জাত উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় আরো জনপ্রিয় করার জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্টের অধীনে একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- চা বাগান শ্রমিক শিক্ষা ট্রাস্ট থেকে ২০২২ সালে শিক্ষা বৃত্তি ও অন্যান্য শিক্ষা উন্নয়ন বাবদ ২৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা : **মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম**, এনডিসি, পিএসসি, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড
সম্পাদনায় : **মোছা: সুমনী আক্তার**, সচিব
মোহাম্মাদ রুহুল আমীন, উপ-সচিব
সহযোগী সম্পাদক : **মো: রাজিবুল হাসান**, জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ কর্মকর্তা
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ চা বোর্ড, ১৭১-১৭২ বায়েজিদ বোস্তামী রোড, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।